ক্রুজ শীপ "সিলভার ডিস্কভারার" এর বাংলাদেশে যাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে মাননীয় মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপি'র বক্তব্য

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন। আমাদের যে কোন আয়োজনে অথবা প্রয়োজনে সব সময় পাশে থেকে আপনারা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন, এ জন্য বক্তব্যের শুরুতেই আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করছি।

আজকের এ দিনটি আমাদের জন্য আবেগের ও অনুপ্রেরণার। আজকে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার নতুন দ্বার উদঘাটনের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ অর্জন অসামান্য। এ সাফল্য বিরাট।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

আপনারা জানেন ২০১৫ সালের ২৭-২৮ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত `International Conference on Developing Countries Sustainable and Inclusive Buddhist Heritage and Pilgrims circuits in South Asia Buddhist Heartland' এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দকে 'পর্যটন বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত এ বর্ষকে সম্প্রসারিত করেন। রিভার ক্রুজ শিপ আগমন এ কর্মসূচিরই একটি উদ্যোগ। এ জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করছি।

আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত যে, বাংলাদেশে প্রথমবারের মত আমেরিকা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অত্যাধুনিক পর্যটকবাহী জাহাজ সিলভার সী ক্রুজ শীপ 'সিলভার ডিস্কভারার' প্রবেশ করেছে। আন্তর্জাতিক ওশান ক্রুজের সাথে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশের অন্যতম খ্যাতনামা ট্যুর অপারেটর জার্নি প্লাসের উদ্যোগে ক্রুজ শীপ সিলভার ডিসকভারার বাংলাদেশে আসে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি ক্রুজ শীপটি'র প্রথম গ্রুপ কলম্বো থেকে যাত্রা শুরু করে কলম্বো আর আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়ায় নোঙর করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনশেষে ক্রুজ শীপটি ২৪ ফেব্রুয়ারি কোলকাতার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

প্রথম গ্রুপটিতে আগত ১৩টি দেশের ৯৫ জন বিদেশী যাত্রীরা জাহাজটি'র ছোট ছোট 'জডিয়াক' বোট যোগে মহেশখালী দ্বীপে বেড়াতে আসে। দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে অর্ধেক পর্যটক মহেশখালীর মূল জেটি এবং বাকী অর্ধেক

আদিনাথ মন্দির জেটিতে ভিড়ে। এরপর মহেশখালীতে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির, হস্তশিল্পের দোকান, বার্মিজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাখাইন হস্তশিল্প গ্রাম হয়ে আদিনাথ মন্দিরে গিয়ে ভ্রমণ শেষ হয়। প্রথম গ্রুপটিতে ৪২ জন আমেরিকান, ২৪ জন ব্রিটিশ, ০৭ জন কানাডিয়ান, ০৬ জন অষ্ট্রেলিয়ানসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের পর্যটকরা ছিলেন। সারাদিন ভ্রমণ শেষে ২২ ফ্রেব্রুয়ারি জাহাজটি সুন্দরবনের হিরন পয়েন্টের উদ্দেশ্যে মহেশখালী ত্যাগ করে। এরপর ২৩ ফেব্রুয়ারি হিরন পয়েন্ট, হারবারিয়া, ২৪ ফেব্রুয়ারী চরপুটিয়া ও কোকিলমনি ভ্রমণ শেষে কোলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

ফিরতি পথে ক্রুজ শীপটি'র দ্বিতীয় গ্রুপে নতুন ১০টি দেশের মোট ৬৭ জন বিদেশী পর্যটক গত ২৭/০২/২০১৭ তারিখে কোলকাতা থেকে রওনা হয়ে ০১/০৩/২০১৭ তারিখে সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্টে নোঙর করবে। ১ মার্চ থেকে ৩ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত পর্যটকরা বাংলাদেশ ভ্রমণ করবেন। ৩ মার্চ মহেশখালী ভ্রমণ শেষে ইয়াঙ্গুন হয়ে থাইল্যান্ডের ফুকেটে যাত্রা শেষ করবে। বাংলাদেশ ভ্রমণকালে পর্যটকবৃন্দ মহেশখালী ও সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট, কোকিল পয়েন্ট, চরপুটিয়া এবং হাড়বাড়িয়া পরিদর্শন করবেন।

সাংবাদিক বন্ধুরা,

ক্রুজে ভ্রমণরত পর্যটকরা সবাই উচ্ছ্বসিত ছিল এবং আয়োজকদের ভূয়শী প্রশংসা করেছে। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, উক্ত ক্রুজ শীপটি বাংলাদেশে নিয়ে আসার বিষয়ে বেসরকারী পর্যটন প্রতিষ্ঠান 'জার্নি প্লাস' গত ৩ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছে, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড। এছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, এনবিআর, পোর্ট অথরিটি, বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড, বাংলাদেশ নেভী, সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ, বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশসহ অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে দুইবার আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কাজটিতে গতি আনতে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়-যার আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন শ্রদ্ধেয় পর্যটন সচিব। বিটিবির সিইও ছিলেন উক্ত টাস্ক ফোর্সের সদস্য সচিব। এই টাস্ক ফোর্সও দু'বার সভা করে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশে প্রথমবারের মতো কোনো আন্তর্জাতিক ক্রুজ শীপ বাংলাদেশকে তাদের ভ্রমণসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করেছে। পর্যটকদের ইমিগ্রেশন এর বিষয়ে সার্বিক সহায়তা করেছে

টেকনাফ ইমিগ্রেশন চেক পয়েন্ট এবং মংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষও তাঁদের স্ব-স্ব দ্বায়িত্ব পালন করেন।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

বাংলাদেশে এই আন্তর্জাতিক ক্রুজ শীপ'টির আগমণের মধ্য দিয়ে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসাথে এ থেকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হবে।

আমাদের হিসাব মতে এই ট্রিপ থেকে সবমিলিয়ে প্রায় ৩৫ লাখ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের কোষাগারে জমা পড়েছে। এর মধ্যে ঃ

* ভিসা ফি বাবদ আদায়ঃ প্রায় সোয়া ৩ লক্ষ টাকা
* লজিষ্টিক বাবদ ঃ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা
* সুন্দরবন ফি এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ঃ ১০ লক্ষ টাকা
* মহেশখালীতে অর্থ ব্যায় ঃ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা

উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ

আমরা আশা করি বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে আরও বেশী বেশী এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সে ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের কর্মকান্ডে পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকবে। জার্নি প্লাসের মত অন্যান্য ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠানগুলকে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। সাংবাদিক বন্ধুদের প্রতি আমার আহবান, অনুগ্রহ করে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারে আপনারা আপনাদের লেখনির মাধ্যমে আমাদের সকলকে সহায়তা করবেন। সবশেষে আমি ক্রুজ শীপ টি বাংলাদেশে আগমণের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।